বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১৩-২০১৪

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(জনতা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর : ২০১২-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৫
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩২
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৩৩-৪০
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ: ০৬/০৮/১৪২৪ বঃ
২০/১১/২০১৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত/-,
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জনতা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ও আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ : ১৫/০৭/১৪২৪.....বঃ
30/10/২০১৭....খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত/-,
মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BTB(বিটিবি) LC	=	Back To Back LC	রপ্তানির বিপরীতে আমদানীর যে ঋণপত্র খোলা হয়।
৩	BRPD(বিআরপিডি)	=	Banking Regulation Policy Department	-
৪	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing. Modernization. Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৫	C.C (HY.PO)	=	Cash Credit (Hypothecation)	ব্যবসার জন্য দেয় ঋণের বিপরীতে কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধকীকরণ।
৬	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৭	CF	=	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৮	CIB(সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	-
৯	DA (ডিএ)	=	Document against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়
১০	DEFERED LC (ডেফার্ড এলসি)	=	-	বিশেষ ধরণের ঋণপত্র।
১১	EEF(ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	-
১২	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১৩	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৪	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৫	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৬	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	-
১৭	FL	=	Funded liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডের দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণপত্র সমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয় । যেমন, সিসি(হাইপো), সিসি(প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষিও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋন, ভোগপন্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি এর ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন, আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।

১৮	IDCP(আইডিসিপি)	=	Interest During Construction Period	-
১৯	IIDFC(আইআইডিএফসি)	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	-
২০	ILC(আইএলসি)	=	Inland Letter of Credit	-
২১	LDBP (এলডিবিপি)	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২২	LTR(এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্থ গ্রাহককে আমদানিকৃত পন্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
২৩	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পন্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ।
২৪	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	-
২৫	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গীকারকৃত সকল দায়।
২৬	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
২৭	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানিপূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
২৮	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	রপ্তানিপূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
২৯	STL(এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী ঋণ।
৩০	SOD(এসওডি)	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩১	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
৩২	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩৩	পুন: তফসিল	=	Re-schedule	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পূনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩৪	ডাউন পেমেন্ট	=	Down Payment	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩৫	আরোপিত সুদ	=	Accrued Interest	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৬	অনারোপিত সুদ	=	Non-accrued Interest	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৭	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩৮	NI Act 1881 (এন.আই. এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১২-২০১৩ এবং তদপূর্ববর্তী বিভিন্ন অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	জনতা ব্যাংক লিঃ দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, বরিশাল।	৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	জনতা ব্যাংক লিঃ, খান-এ-সবুর রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা।	১১-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী।	২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩-০২-২০১৪ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত
৫	জনতা ব্যাংক লিঃ লালদীঘি ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা।	১২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭	বিকেবি, চট্টগ্রাম কর্পোরেট শাখা জুবিলিরোড চট্টগ্রাম	২২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০১-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা।

অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	
১	গ্রাহকের ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও সীমাতিরিক্ত দায় রেখে সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়ন এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি রেখে এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ী।	১৩,৯৫,৭০,৭৬০
২	রড, সিমেন্ট ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করা হলেও বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ এবং প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব না থাকায় অনাদায়ে ঋণটি কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।	.৯২,২৬,৫২৭
৩	ঋণ প্রদানের প্রাক্কালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্প নির্বাচনে অদূরদর্শিতার কারণে গ্রাহকের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ঋণটি দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী অবস্থায় থাকায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।	৪,১৪,৩৬,২৫৭
৪	একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে প্রকল্প ঋণ ও চলতি মুলধন ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পর ঋণের টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা দিয়েও ঋণ আদায় না হওয়ায় খেলাপী ঋণে পরিণত।	৮,৯৭,০৬,০০০
৫	এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil) এর জাহাজী দলিল পত্র ছাড় করানোর নিমিত্তে সহায়ক জামানত ব্যতীত তিনটি এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরকৃত ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত।	৮৬,৬৮,৮৬,০৬৩
৬	সুদ মওকুফ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ না করায় মোট অনাদায়ী ৮১০.৭৩ লক্ষ টাকা মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত।	৮,১০,৭২,৯৬২
৭	এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ৪টি এলটিআর ঋণের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী এবং আর্থিক ক্ষতি।	৯৮,৭২,৭৮,৪৯৩
৮	মঞ্জুরীকৃত ২টি এলটিআর ঋণের টাকা পরিশোধে অনীহার কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অনাদায়ী।	১১২,৪৭,৬২,৮০১
	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	
৯	ব্যাংকের **সহায়তায়** ভুয়া প্লেজমেন্টের মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎসহ ব্যাংকের পাওনা আদায়-অনিশ্চিত।	১৭,৪১,১৮,০০০
১০	অতিরিক্ত ড্রয়িং সুবিধা দেয়ায় প্লেজ ঘাটতিজনিত অর্থ আটক ও রপ্তানীকৃত হিমায়িত চিংড়ির গুণগত মানসম্মত না হওয়ায় বিদেশ হতে ফেরত আসায় বিলমুল্য অর্থ অনাদায়ীসহ আদায় অনিশ্চিত।	১৪,৬৩,৬১,০০০
১১	এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী আমদানীর লক্ষ্যে সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রদত্ত ডিমান্ডলোন শর্ত মোতাবেক আদায় না করায় মেয়াদ উত্তীর্ণ টাকা শ্রেণীবিন্যাসিত 'ব্যাড এন্ড লস, এ পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।	১২,৪৮,৫৫,৬৬০
১২	ব্যাক টু ব্যাক খাতে রপ্তানী কার্যক্রম না হওয়া সত্ত্বেও আই বি পি খাতে বেনিফিসিয়ারী হতে ক্রয়কৃত বিলের পরিশোধিত টাকা গ্রাহক হতে আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬,১৯,৭২,৫৪৪
	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	
১৩	যথাযথ যাচাই বাছাই না করে এলটিআর সুবিধা প্রদান করায় মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনাদায়ী টাকা ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৫,৭৪,৬০,০০০
	সর্বমোট=	৪৬০,৪৭,০৭,০৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনামঃ গ্রাহকের ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও সীমাতিরিক্ত দায় রেখে সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়ন এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি রেখে এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ী ১৩৯৫.৭১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০-২০১২ সালের হিসাব ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নথি পত্রাদি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- শাখার পত্র নং-১১,তারিখ ২৫-০১-২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স কোয়ালিটি টিম্বার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনুকূলে ১০ কোটি টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ, ১০% মার্জিনে ৪.৫ কোটি টাকা, এলটিআর লিমিট ২.০০ কোটি টাকা এবং ১০% মার্জিনে ৫০ লক্ষ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে অনুমোদন করা হয়। উক্ত মঞ্জুরী মোতাবেক ০৯-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে শাখার পত্র নং-১২ তাং-১৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক ঋণটি ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। গ্রাহকের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ঋণ হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখে (২৯-১২-২০১১) গ্রাহক ঋণ হিসাবে লেনদেন করেছেন মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা এবং ঋণ স্থিতি ছিল ১০,৪৬,৯৫,৫৩৬ টাকা। যখন ঋণটি ১৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে নবায়ন করা হয় তখন স্থিতি ছিল ১০,৪৯,৬৩,৭৫৬ টাকা। অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণ হিসাব নবায়ন করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের অন্যান্য শর্ত-৩ মোতাবেক ঋণ হিসাবটি প্রতি ৯০ দিন পর পর একবার সমন্বয় করার নির্দেশনা ছিল। উক্ত নির্দেশ পরিপালন না করা এবং গ্রাহকের ব্যবসায়িক লেনদেন মোটেও সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করে পুনরায় নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ঋণ বিতরণের পর নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত গ্রাহক মাত্র ১,৮৬,২৫,০০০ টাকা জমা প্রদান করেছেন এবং পুনরায় নবায়নের পর ঋণ হিসাবে লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। কেবলমাত্র নিয়মিত রাখার জন্য নবায়ন করা হয়েছে। বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) ঋণ ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে ০৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ১২,৭২,৪৭,৫২১ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- গ্রাহকের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় মায়ানমার হতে গর্জন কাঠ আমদানীর লক্ষ্যে ৩০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলটিআর নং ০০৯৫১১০১০০৯৬ এর মাধ্যমে ২,৭৭,৪১৭ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ২,১১,৬৬,৯৫৬ টাকা আমদানী এলসি স্থাপন করা হয়। উক্ত আমদানী এলসির মার্জিন বাবদ অবশিষ্ট ১,৮৮,২৩,০৪৭ টাকা ১৬-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলটিআর নং-০০৩৯৩১০০০২২৯ সৃষ্টি করে গ্রাহককে ডকুমেন্টস প্রদান করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী প্রতিটি এলটিআর ঋণের মেয়াদ ঋণ সৃষ্টির তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৯০ দিন হলেও ০৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ১,২৩,২৩,২৩৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের অন্যান্য শর্ত-১৪ তে উল্লেখ রয়েছে গ্রাহক বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে কোন শ্রেণীকৃত দায় নেই মর্মে নিশ্চিত হয়েই ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলটিআর ঋণ সৃষ্টির সময় গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) ঋণ (হিসাব নং-০০৩৯৩৭০০১৮৩২) হিসাবে (১০,৮৭,৫৫,১৬১ – ১০,০০,০০,০০০) = ৮৭,৫৫,১৬১ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় এবং গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কোয়ালিটি এ্যগ্রো ফরেষ্ট্রির অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো:) ঋণ (নং-০০৩৯৩৭০০১৭৭৪) হিসাবে (১,৭৭,৩৭,৫১৬-১,৬৫,০০,০০০) = ১২,৩৭,৫১৬ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী কাজ।
- ব্যাংকের অনুকূলে ২৯-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রদানকৃত ৭,০০,০০০ টাকা, ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রদানকৃত ৭,১৮,৫১৯ টাকা ও ৭,০০,০০০ টাকা, ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১৪,১৮,৫১৯ টাকা, ১০-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১,০০,০০,০০০ টাকা, ০৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রদানকৃত ৫০,০০,০০০ টাকার মোট ০৬টি চেকের টাকা ব্যাংকে জমা হয় নাই। অর্থাৎ গ্রাহক ভূয়া চেক প্রদান করেছেন।

- গ্রাহকের ব্যবসায়িক ঠিকানা এ-২৫/২ খিলক্ষেত বাজার, খিলক্ষেত এর নামে দুটি ট্রেড লাইসেন্স (নং-০৯০৯৩৫৪ ও ০৯২৩৪৮২) প্রদান করা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স নং-০৯২৩৪৮২ এ দেখানো হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি কাঠ চিড়াই কারখানা এবং লাইসেন্স নং-০৯০৯৩৫৪ এ দেখানো হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি কৃষিপণ্য, বনজজাত পণ্য প্রস্তুতকারী আমদানী রপ্তানী অফিস।
- খেলাপী ঋণ আদায়ে শাখা কর্তৃক কোন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে ঋণ হিসাবটি শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে ৩০/০৯/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঋণের অনাদায়ী স্থিতি ১৩,৯৫,৭০,৭৬০ (তের কোটি পঁচানব্বই লক্ষ সত্তর হাজার সাতশত ষাট) টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১" এ দেখানো হ'ল)।

অনিয়মের কারণঃ

- সীমাতিরিক্ত দায় রেখে ঋণ নবায়ন করা।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের সীমাতিরিক্ত দায়স্থিতি সত্ত্বেও এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা।
- গ্রাহক কর্তৃক মঞ্জুরীপত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ নীতিমালা অনুসরণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক ঋণটি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য ২০-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে। এলটিআর ঋণ সৃষ্টির সময় গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে কোন শ্রেণীকৃত দায় ছিল না।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- যে কোন ঋণ বিতরণের সময় গ্রাহক বা গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের শ্রেনীকৃত দায় নেই মর্মে নিশ্চিত হয়েই ঋণ বিতরণের নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় এলটিআর ঋণ বিতরণের সময় গ্রাহকের অনুকূলে কোন শ্রেণীকৃত দায় না থাকলেও ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলটিআর ঋণ সৃষ্টির সময় গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি(হাইপোঃ) ঋণ (হিসাব নং-০০৩৯৩৭০০১৮৩২) হিসাবে (১০,৮৭,৫৫,১৬১ – ১০,০০,০০,০০০) = ৮৭,৫৫,১৬১ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় এবং গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কোয়ালিটি এ্যাগ্রো ফরেষ্ট্রির অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপোঃ) ঋণ (নং-০০৩৯৩৭০০১৭৭৪) হিসাবে (১,৭৭,৩৭,৫১৬-১,৬৫,০০,০০০) = ১২,৩৭,৫১৬ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৩-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে,ব্যাংক তার পাওনা আদায়ের জন্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৫-০১-২০১৫খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অবিলম্বে জড়িত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০২।

শিরোনাম ঃ রড, সিমেন্ট ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করা হলেও বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ এবং প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব না থাকায় অনাদায়ে ঋণটি কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৯২.২৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, বরিশালের ২০১২ সনের হিসাব ০৬-১১-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় ঋণ মঞ্জুরীপত্র, ঋণ ষ্টেটমেন্ট, ঋণ ডকুমেন্টস, সিকিউরিটি ফাইল এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স মাহদী এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স কালাম এন্টারপ্রাইজকে রড, সিমেন্ট এবং ঢেউটিন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ৪০,০০,০০০ +৪০,০০,০০০ = ৮০,০০,০০০ টাকা সিসি (হাইপোঃ) ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং-(১) জিএম/ সিসি(হাঃ) ১৯০২(ক)/২০১০ এআর তারিখ ১৬-৯-২০১০ খ্রিঃ (২) ডিজিএম/সিসি(হা)/ কালাম এন্টারপ্রাইজ / ৩৬২/২০১১ তাং ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ । সুদের হার যথাক্রমে ১৩% ও ১৫%। মেয়াদসীমা যথাক্রমে ১৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ এবং ৩০-০৯-২০১২ খ্রিঃ । প্রতিটি ঋণ ৪৫ দিনে একবার সমন্বয় এবং মেয়াদ সীমায় সম্পূর্ণরূপে আদায় করতে হবে। প্রথম ঋণটিতে মঞ্জুরীর পরে ৩৮,৫০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ঋণটি ৩৯,৯৯,০০০ টাকা উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- প্রথম ঋণটিতে ১৮-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ জমা হয়েছে ৭,৮০,০০০ টাকা। এর পর ১৮-০১-২০১১ খ্রিঃ থেকে ২৭-০২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত ড্রইং দেয়া হয়েছে ৯৪,৮০,০০০ টাকা। ১৯-০১-২০১১ খ্রিঃ থেকে ২৭-০২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত জমা দিয়েছে ৭৩,৫০,০০০ টাকা। ফলশ্রুতিতে ঋণসীমার বিপরীতে উত্তোলিত ৩৮,৫০,০০০ টাকা ছাড়াও পরবর্তীতে আরও ৯৪,৮০,০০০ টাকা উত্তোলন দেয়া হয়েছে। জমা এবং উত্তোলনের পরে তার নিকট ২১,৩০,০০০ টাকা ও সুদের টাকা পাওনা রয়েছে। বর্তমানে সুদাসলে তার নিকট পাওনা স্থিতি ৪৯,১৪,৫৫৬ টাকা। যা কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।
- দ্বিতীয় ঋণটিতে ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ জমা হয়েছে ২৪,০০,০০০ টাকা, পুনরায় ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ থেকে ২৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত উত্তোলন করেছে ৬৪,৮৫,০০০ টাকা। তাহলে ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত জমা ৬৯,২৫,০০০ টাকা। সুতরাং উত্তোলন এবং জমার পরে ঋণ গ্রহণকারীর নিকট আটক রয়েছে ৩৫,৬০,০০০ টাকা এবং সুদের টাকা। মেয়াদসীমা পর্যন্ত তার নিকট ঋণের স্থিতি ৪৩,১১,৯৭১ টাকা। এ ঋণটি কখনও আর নবায়ন হয়নি। মেয়াদসীমার পরে ঋণ গ্রহণকারী ০৯-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শুধুমাত্র ২,০০,০০০ টাকা জমা দিয়েছেন । ফলে বর্ণিত ২ জন ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হতে ব্যাংকের মোট পাওনা টাকার পরিমান (৪৯,১৪,৫৫৬+৪৩,১১,৯৭১)= ৯২,২৬,৫২৭ (বিরান্নব্বই লক্ষ চাব্বিশ হাজার পাঁচ শত সাতাশ) টাকা যা অতিসত্ত্বর আদায়যোগ্য।
- অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ খ্রিঃ এর ৪৬(১) ধারা মোতাবেক যে সব ঋণের পরিশোধ সূচী থাকে সে সব ঋণের কিস্তি আদায়যোগ্য হওয়ার পর প্রথম দুই বছর আদায়যোগ্য ঋণের ১৫% আদায় না হলে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। ৪৭ ধারার বিধান অনুসারে ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টা ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। অথচ এরূপ ধারার বিধান অনুসরণ করে টাকা আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স মাহদী এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স কালাম এন্টারপ্রাইজকে রড, সিমেন্ট ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করা হলেও বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ এবং দোকান পাটের কোন অস্তিত্ব না থাকায় অনাদায়ে ঋণটি কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৯২,২৬,৫২৭ (বিরান্নব্বই লক্ষ চাব্বিশ হাজার পাঁচ শত সাতাশ) টাকা। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০-০৫-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০১-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম : ঋণ প্রদানের প্রাক্কালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্প নির্বাচনে অদূরদর্শিতার কারণে গ্রাহকের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ঋণটি দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী অবস্থায় থাকায় ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত

ঋণে পরিণত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ৪১৪.৩৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, খান-এ-সবুর রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১২খ্রিঃ সালের হিসাব ১১-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে জাহান জুট মিলস এর ঋণ নথি, কম্পিউটার সিট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন পত্র নম্বর- সিসিডি-২/জাহান জুট/দেলত/১০ তারিখঃ ০৪-০২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স জাহান জুট মিলস্ লিঃ এর অনুকূলে মোট স্থায়ী ব্যয় ২১৬৩.৪০ লক্ষ টাকার উপর ৬০:৪০ ঋণ সমমূলধণ অনুপাতে ১২৯৮.০০ লক্ষ টাকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করেন।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক দালান ও পুরঃকার্য বাবদ ৩ কিস্তির ২ কিস্তি বাবদ ২,৮৬,৩২,৬৬৬ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। যাহার সর্বশেষ উত্তোলনের তারিখ ছিল ১৫-০৫-২০১১খ্রিঃ। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পূর্ণ হওয়ার পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। মূল প্রকল্প (ফ্যাক্টরী বিল্ডিং)এর আংশিক ছাদ টিন দারা আবৃত করা হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ বন্ধ আছে।
- অনুমোদিত নির্মাণ ছক ও নির্মাণ ব্যয় হিসাব অনুযায়ী ৪০৬.৯৯ লক্ষ টাকা ঋণ খাতে বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। উহার ৯৫.৬৫ লক্ষ অর্থাৎ ৯৫,৬৫,০০০ টাকা উদ্যোক্তা কর্তৃক বিনিয়োগ করতে হবে। অতপর প্রধান কার্যালয়ের পুরঃপ্রকৌশলী কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে ঋণের অর্থ বিতরণ করতে হবে। কিন্তু উক্ত টাকা ব্যয়ের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের পুরঃপ্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ঋণের ২(দুই) কিস্তি বিতরণ করা হয়েছিল বিধায় মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ বিতরণ না করায় ঋণটি দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী থাকায় ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত ৪,১৪,৩৬,২৫৭(চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা।
- কোন প্রাথমিক জামানত গ্রহণ করা হয়নি।
- মোট স্থায়ী পরিসম্পদজনিত প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে উদ্যোক্তার অংশ ৭৩৪.০৪ লক্ষ অর্থ খাতওয়ারী মার্জিন একাউন্টে জমা রাখা হয়নি।
- প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পূর্ণ হওয়ার পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। প্রদত্ত ঋণের টাকা পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না।
- মঞ্জুরীপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক কোন ধরণের বীমা সম্পাদন করা হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বন্ধ আছে।
- সর্বোপরি অদূরদর্শিতা, ব্যাংকের সময়মত এলসি খোলার অনুমতি না পাওয়া, ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প ও ঋণ গ্রহীতা সঠিকভাবে নির্বাচন না করে ঋণ প্রদানের ফলে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত ৪,১৪,৩৬,২৫৭ (চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ প্রদানের প্রাক্কালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্প নির্বাচনে অদূরদর্শিতার কারণে মেসার্স জাহান জুট মিলস লিঃ এর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ঋণটি দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী অবস্থায় থাকায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৪,১৪,৩৬,২৫৭ (চার কোটি চোদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণের গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিতে উল্লিখিত কারণেই ঋণটি খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে যা আদায়যোগ্য।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১১-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০১-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ সত্বর ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ ও চলতি মুলধন ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পর ঋণের টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বারবার পূন:তফসিল সুবিধা দিয়েও ঋণ আদায় না হওয়ায় খেলাপী ঋণে পরিণত ৮৯৭.০৬ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী এর ২০১১-২০১২ খ্রিঃ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণের নথি, অন্যান্য ঋণের নথি ও রেকর্ড পত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে,

- মেসার্স নিউ উত্তরা কোল্ড স্টোরেজ (প্রা:) লি: এর অনুকূলে প্রকল্প ঋণ ও চলতি মুলধন ঋণ বাবদ ১৯১.৩৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয় কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণের পরও সম্পূর্ণরূপে চালু প্রকল্পের ঋণ ১৩৮.৯৯ লক্ষ টাকা আদায় করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া সি সি প্লেজ ঋণের ১৫০.০০ লক্ষ টাকার আলু বিক্রি করা হয়েছে।
- অনুরূপভাবে একই মালিকানাধীন মেসার্স আসমা কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ ইউনিট -১ এর অনুকূলে ২৬৭.৭৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ১৭০.১৮ লক্ষ টাকা খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে।
- মেসার্স আসমা কোল্ড স্টোরেজ ইউনিট-১ বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় পুনরায় একই মালিকানাধীন মেসার্স আসমা কোল্ড স্টোরেজ লি: ইউনিট-২ এর অনুকূলে প্রকল্প ও চলতি মুলধন ঋণ বাবদ ৪৬৭.৩৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে ইউনিট-২ এর প্রকল্প ঋণ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৬০০.০০ লক্ষ টাকার ঋণসীমা বর্ধিত করে উদ্যোক্তাকে ঋণের নামে ব্যাংকের টাকা উত্তোলন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
- উল্লেখিত ৩টি প্রকল্প বর্তমানে সচল ও চালু থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প উদ্দ্যোক্তাগণ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণের টাকা পরিশোধ না করে বারবার অর্থাৎ ৩ বার ঋণ পূনঃতফসিল সুবিধা নিয়েও ঋণ পরিশোধ না করে সময় ক্ষেপন করা হয়েছে।
- মের্সাস নিউ উত্তরা কোল্ড স্টোরেজ এর অনুকূলে ১৯১.৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ সীমা মঞ্জুরীর বিপরীতে মাত্র ১.৩৫ একর জমি রেজিস্ট্রিকৃত মর্টগেজ গ্রহণ করা হয়েছে। অপর দিকে মেসার্স আসমা কোল্ড স্টোরেজ ইউনিট-১ এর ২৬৭.৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ সীমার বিপরীতে ১.৬৭ একর জমি মর্টগেজ গ্রহণ করা হয়েছে। যা ঋণাঙ্কের তুলনায় নগণ্য। বর্তমানে বন্ধকী সম্পত্তির হালনাগাদ মূল্যায়ন করা হয়নি।
- ঋণের নামে ব্যাংকের টাকা উত্তোলন করায় উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে এ যাবত কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্প সমূহের হালনাগাদ কোন বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয়নি । ফলে চালু প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট ৮,৯৭,০৬,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সেই সাথে অনারোপিত সুদ ৫,৪৭,১৬,০০০ টাকা সুদ বিহীন ব্লক হিসাবে রাখা হয়েছে।
- একই মালিকানাধীন উদ্যোক্তাগণের অনুকূলে যথেচ্ছাভাবে মোট ১০ টি ঋণ সীমা সৃষ্টি করা হয়েছে । কিন্তু প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ

- একই মালিকানাধীন মেসার্স নিউ উত্তরা ও মেসার্স আসমা কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর অনুকূলে প্রকল্প ঋণ ও চলতি মুলধন ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সচল ও চালু প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় বারবার পুন:তফসিল সুবিধা দিয়েও ঋণ আদায় না হওয়ায় খেলাপী ঋণে পরিণত ৮,৯৭,০৬,০০০ (আট কোটি সাতান্নব্বই লক্ষ ছয় হাজার) টাকা। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৩" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ একই মালিকানাধীন ০৩টি প্রকল্পে ঋণের নামে ১০টি ঋণ সৃষ্টি করে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনামঃ এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil) এর জাহাজী দলিল পত্র ছাড় করানোর নিমিত্তে সহায়ক জামানত ব্যতীত তিনটি এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরকৃত ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৮৬৬৮.৮৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ লালদীঘি ইষ্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০১১-২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষা ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে সিএল বিবরণী, এলসি নথি ও অবলোপন রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২০-০১-২০১১খ্রিঃ তারিখের এফটিভি/নুরজাহান/এলসি-১০ নম্বর পত্রে এলটিআর-০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২০% মার্জিনে ১৩০৬৮.৪০ লক্ষ টাকার এলসি ও ১০% মার্জিনে ৯০ দিন মেয়াদে ৯১০০.০০ লক্ষ টাকার এলটিআর সুবিধা অনুমোদন দেয়া হয়।
- অনুমোদিত ঋণ সীমায় গ্রাহক এলসি (নং-০১১১১১০১০০১৪ তারিখ ২৯-০৩-১১খ্রিঃ) স্থাপনের মাধ্যমে ১৩২৪৭.৬৩৪ মেঃ টন সিপিও আমদানী করেন। ৩টি এল টি আর সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট আমদানী দলিল হস্তান্তর করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী গ্রাহক এলটিআর এর আওতায় ডকুমেন্ট ছাড় করিয়ে মালামাল খালাস করা হয়।
- গ্রাহক এলটিআর এর মেয়াদকালীন সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেননি। ফলে ৩টি এলটিআর খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ৩টি এলটিআর এর জামানত হিসাবে অগ্রিম তারিখ যুক্ত চেক ও ট্রাষ্ট রিসিপ্ট গ্রহণ করা হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের (ঘ) শর্তানুয়ায়ী মর্টগেজ/ডকুমেন্টেশন কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স নুর জাহান সুপার অয়েল লিঃ কে এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil) এর জাহাজী দলিল পত্র ছাড় করানোর নিমিত্তে সহায়ক জামানত ব্যতীত তিনটি এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরকৃত ঋণ মেয়াদ উর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৮৬,৬৮,৮৬,০৬৩ (ছিয়াশি কোটি আটষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার তেষট্টি) টাকা (**যার বিবরণ** পরিশিষ্ট "৪" এ দেখানো **হ'ল**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত পরিপালন পূর্বক গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে আলোচ্য এলটিআর ৩টি মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা মঞ্জুরী পত্রের সহায়ক জামানতের শর্ত আরোপ করা হলে সেই অনুয়ায়ী সহায়ক জামানত গ্রহণ করে এলটিআর ঋণ মঞ্জুর হত। সহায়ক জামানত না থাকায় ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী ঋণ আদায় এবং অনাদায়ী থাকার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ সুদ মওকুফ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ না করায় মোট অনাদায়ী ৮১০.৭৩ লক্ষ টাকা মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ,লালদীঘি ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রামের ২০১১-২০১৩ সালের হিসাব ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ঋণ নথি, সুদ মওকুফ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ০৪-০৭-২০১০খ্রিঃ তারিখের সুদ মওকুফ মঞ্জুরী পত্র নং এনড ইউজ এফআইসিডি/জিলানী গ্রুপ/লালদীঘি ইস্ট কপোঃ/ম-১০১/১০ এর ৫ নং শর্তে উল্লেখ্য আছে যে, আদায়যোগ্য দায় ৬ (ছয়) মাস মরাটোরিয়ামসহ ৫টি ষান্মাসিক কিস্তিতে ৩০-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বর্ধিত সময়ের জন্য ১০% হারে সুদ আরোপ করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২৬-০৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং-এনড ইউজ(বৈঃবাঃ)/লালদিঘী কর্পোঃ/জিলানী/মি-৬৬/০৮ এর মাধ্যমে ১২,২১,৬২,৫৮৯ টাকা সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ঋণের দায় ১১,৬৬,১১,৮৭৭ টাকা বিনা সুদে ত্রৈমাসিক হিসাবে জুন/২০০৯-মে/২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ৮টি কিস্তিতে প্রতি কিস্তি ১,৪৫,৭৬,৫২১ টাকা হারে পরিশোধের শর্তে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে প্রতি সময়ের জন্য পেনালটি আদায়ের শর্ত উল্লেখ রয়েছে।
- উপরোল্লিখিত ০৪-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের সুদ মওকুফ মঞ্জুরীপত্রের ৫নং শর্তের পরিশোধ সূচী অনুযায়ী জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ষান্মাসিক ৫ (পাঁচ) টি সমকিস্তিতে প্রতি কিস্তি ২,১২,৭০,২৩০.৯৩ টাকা হারে মোট ১০,৬০,৩৬,১৫৪.৬৫ (২,১২,০৭,২৩০.৯৩x৫) টাকা এবং ডাউনপেমেন্ট ৭৫,০০,০০০ সহ সর্বমোট ১১,৩৫,৩৬,১৫৪.৬৫ টাকা পরিশোধ সুবিধা প্রদান করা হয়।
- ঋণ গ্রহীতা ৫টি ষান্মাসিক কিস্তির মধ্যে ৩,৬৩,২৩,৮০৯ টাকা পরিশোধ করেছেন। অবশিষ্ট (১১,৩৫,৩৬,১৫৪ - ৩,৬৩,২৩,৮০৯) টাকা=৭,৭২,১২,৩৪৫ টাকা পরিশোধ করেননি। ফলে সুদ মওকুফ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ৭,৭২,১২,৩৪৫ টাকার উপর ১০% হারে ৩৮,৬০,৬১৭ টাকা সুদসহ সর্বমোট ৮,১০,৭২,৯৬২ টাকা আদায়যোগ্য।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি খেলাপী দায় ১০% হারে জরিমানাসহ ৮,১০,৭২,৯৬২ (আট কোটি দশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয় শত বাষট্টি) টাকা আদায় না করায় অনাদায় এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত।

অনিয়মের কারণঃ

- সুদ মওকুফ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহীতা মেসার্স জিলানী গ্রুপ এর ৩টি প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ না করায় কিস্তি খেলাপী আদায়যোগ্য ৭,৭২,১২,৩৪৫ টাকার উপর ১০% হারে জরিমানা বাবদ ৩৮,৬০,৬১৭ টাকাসহ মোট ৮,১০,৭২,৯৬২ (আট কোটি দশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয় শত বাষট্টি) টাকা অনাদায় এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৫" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সুদ মওকুফ সুবিধার পরে নির্ধারিত কিস্তিতে আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিবিড়ভাবে তদারকি/মনিটরিং করার প্রয়োজন ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায় এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনামঃ এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ৪টি এলটিআর ঋণের টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী এবং আর্থিক ক্ষতি ৯৮৭২.৭৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ,লালদীঘি ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রামের ২০১১-২০১৩খ্রিঃ সালের হিসাব ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক সমাপনী হিসাব বিবরণী, এলটিআর রেজিস্টার ও মেসার্স ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল এর এলসি নথি, এলটিআর নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় এর এফটিডি/ম্যাক/ঋণপত্র-১৪/এলটি আর-১২/১০, তারিখঃ ০১-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল এর হিসাবে পুরাতন জাহাজ, M.S.Sheet, M.S.Rod, M.S, Steel ইত্যাদি আমদানীর নিমিত্তে ১০% নগদ মার্জিনে ১৫০.০০ কোটি টাকার এলসি রিভলভিং লিমিট এবং মালামাল ছাড়করণের জন্য ২০% মার্জিনে (এল সি মার্জিনসহ) ১২০.০০ কোটি টাকার এল,টি,আর লিমিট ১৬% সুদে ১ বছর মেয়াদে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হয়। পুনরায় ১৯-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এফটিডি/ম্যাক/এলসি-১৯/এলটি আর-১০/১১, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী মঞ্জুরীর শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে এক বছর অর্থাৎ ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদের জন্য নবায়ন করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রের এলটিআর লিমিটের শর্তাবলীর ৭ অনুযায়ী প্রতিটি এলটিআর সৃষ্টির তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে দায় পরিশোধ করতে হবে এবং শর্তাবলীর ৮(খ) অনুযায়ী ০৬ (ছয়) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত শাখায় যথাযথভাবে লিয়েন করতে হবে।
- উক্ত স্থায়ী আমানত ভাঙ্গিয়ে (মোট সুদাসলে ৭,১১,৭৬,১১৪ টাকা) আলোচ্য এলটিআর ব্যতীত অন্য ২ টি এলটিআর ঋণের সম্পূর্ণ পাওনা এবং দুটি ডিমান্ড লোন (PAD) আংশিক সমন্বয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি অনাদায়ী এলটিআর ঋণের টাকা সমন্বয় করার মত কোন জামানত বা সহায়ক জামানত গ্রহন করা হয় নি। মঞ্জুরীপত্রে সহায়ক জামানতের শর্ত আরোপ করে ঋণ প্রদানের পূর্বে সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হলে ঋণের টাকা পরিশোধের ব্যাপারে গ্রাহকের অনীহা সৃষ্টি হত না।
- উল্লেখ্য উক্ত মঞ্জুরীপত্রের ৮ (গ) শর্ত মোতাবেক প্রতিটি এলটিআর এর টাকা ৯০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও উক্ত সময়ে বা পরেও আদায় করতে পারেনি। এতে এলটিআর ঋণ গ্রহীতা Trust ভংঙ্গ করেছেন।
- ফলে ৪টি এলটিআর ঋণের মোট ৯৮,৭২,৭৮,৪৯৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স ম্যাক ইন্টারন্যাশনালকে এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ৪টি এলটিআর ঋণের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী এবং আর্থিক ক্ষতি ৯৮,৭২,৭৮,৪৯৩ (আটান্নব্বই কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার চার শত তিরান্নব্বই) টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৬" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত পরিপালন পূর্বক গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জুরীপত্রে সহায়ক জামানতের শর্ত না থাকায় গ্রাহকের নিকট হতে সহজামানত গ্রহণ করা হয়নি। অনাদায়ী টাকা আদায় এর ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিপুল পরিমান ঋণ বিতরণের বিপরীতে সহায়ক জামানতের শর্ত মঞ্জুরী পত্রে অর্ন্তভূক্ত করার প্রয়োজন ছিল। সহায়ক জামানত থাকলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আগ্রহ থাকত।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সহায়ক জামানত ব্যতিত ঋণ মঞ্জুর করার কারণে আলোচ্য ঋণ অনাদায়ী হয়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনামঃ মঞ্জুরীকৃত ২টি এলটিআর ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহার কারণে মেয়াদোউত্তীর্ণ ও অনাদায়ী ১১২৪৭.৬৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ,লালদীঘি ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রামের ২০১১-২০১৩ সালের হিসাব ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক সমাপনী হিসাব বিবরণী, এলটিআর রেজিস্টার ও মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল অয়েল লিঃ এর এলসি নথি, এলটি আর নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয় ঢাকার সূত্র নং-এফটিডি/জাসমির/এলসি-১১ এবং এলটিআর-০৩/১১, তারিখঃ ২০-০১-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল অয়েল লিঃ এর হিসাবে ইন্দোনেশিয়া/মালয়েশিয়া হতে ১৬,০২৮ মেট্রিক টন সিপিও (Crude Palm Oil) আমদানীর নিমিত্তে ১০% নগদ মার্জিনে মাঃ ডঃ ১,৮৪,৩২,২০০.০০ সমমান ১৩০,৬৮,৪০,০০০ টাকার এলসি স্থাপন এবং আমদানীতব্য পণ্য ছাড় করনের নিমিত্তে ২৫% মার্জিনে (এলসি মার্জিনসহ) ৯০ দিন মেয়াদে ৯৭০০.০০ লক্ষ টাকার এলটিআর ব্যাংকের প্রচলিত শর্তসহ কতিপয় শর্তে অনুমোদন করা হয়।
- এলটিআর এর শর্তাবলী (৫)-এ উল্লেখ আছে এলটিআর সৃষ্টির তারিখ থেকে এর মেয়াদ ৯০(নববই) দিন এবং (৭) নং শর্তে জামানত এবং পরিশোধ পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিটি এলটিআর সুবিধার বিপরীতে সমমূল্যের অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক শাখায় জমা থাকবে এবং নির্ধারিত তারিখে তা নগদায়নপূর্বক এলটিআর দায় সমন্বিত হবে মর্মে গ্রাহকের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার নিতে হবে।
- মঞ্জুরীপত্রের (৮) বিশেষ শর্ত (গ) তে উল্লেখ আছে শাখা ঋণ হিসাবটি নিবিড়ভাবে তদারকি করবে যাতে ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
- অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক নির্ধারিত তারিখে নগদায়নের জন্য জমা করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হয়। এতে এলটিআর ঋণ গ্রহীতা তাঁর Trust ভঙ্গ করেছেন।
- মঞ্জুরীপত্রের (৮) বিশেষ শর্ত (গ) অনুযায়ী শাখা কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকির অভাবে এলটিআর ঋণটি মেয়াদান্তে অর্থাৎ ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে আদায় করতে পারেনি, ফলে বর্তমানে ঋণটি অনাদায়ী এবং সংস্থার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তাবলীতে সহায়ক জামানতের বিষয় অন্তর্ভূক্ত না করে প্রদত্ত এলটিআর ঋণটি অনাদায়ী এবং শ্রেণীকৃত ঋণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে এবং ভবিষ্যতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিরীক্ষা কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরী পত্রের শর্তাবলীতে সহায়ক জামানতের শর্ত অন্তর্ভূক্ত না করায় মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল অয়েল লিঃ এর নিকট আমদানীকৃত পণ্য ছাড় করানোর নিমিত্তে মঞ্জুরীকৃত ২টি এলটিআর ঋণের টাকা পরিশোধে অনীহার কারণে মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনাদায়ী ১১২,৪৭,৬২,৮০১ (এক শত বার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার আট শত এক) টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৭" এ দেখানো হ'ল)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি পাওনা আদায়ের জন্য গ্রাহকের সহিত নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা সহায়ক জামানত ব্যতিত বিপুল পরিমান এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল লিঃ এর অনুরূপ এলটিআর ঋণ ছিল যা মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অনাদায়ী। বিধি অনুযায়ী একই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কোন ঋণ খেলাপী শ্রেণীকৃত থাকলে তাকে পুনরায় ঋণ মঞ্জুর করা যায়না। তাছাড়া মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকি করা হতো তা হলে প্রদত্ত ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অনাদায়ী হতো না।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায় এবং অনাদায়ী থাকার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনামঃ ব্যাংকের সহায়তায় ভূয়া প্লেজমেন্টের মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ এবং গ্রাহককে অতিরিক্ত ড্রয়িং সুবিধা দেয়ায় সর্বমোট ১৭৪১.১৮ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা,খুলনা এর ২০১১-২০১৩ সালের হিসাব ১২/৯/২০১৩খ্রিঃ হতে ২৪/৯/১২০৩ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণের মঞ্জুরী নথি,ডকুমেন্টস নথি,ট্রানজেকশন শীট,প্লেজমেন্ট ও রপ্তানী সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যে,

- উদ্যোক্তার আবেদন, বিকেবি, খুলনা কর্পোরেট শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়,খুলনার সুপারিশ এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মেসার্স এ্যাকুয়া রিসোর্সেস লিঃ নামীয় পূর্বের প্লেজ ঋণের রপ্তানী অযোগ্য চিংড়ির অগ্রিম মূল্য ৩৯৬.০০ লক্ষ টাকা, প্লেজ এবং হাইপো ঋণের সুদ ২৯২.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা ৮% সরল সুদে সুদ যুক্ত ব্লকড একাউন্টে স্থানান্তর এবং প্রকল্পের ভোগকৃত প্লেজ ঋণ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা নবায়নের প্রস্তাব কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে বিকেবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং প্রকা/বিকেবি/প্রবাবি-২০(৪)/ ২০১০-১১/৭৪৪ তারিখঃ২৬/৬/২০১১ মারফত অনুমোদিত হয়।উক্ত নবায়ন মঞ্জুরীপত্রের যাবতীয় শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন না করে ঋণ প্রদান/ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করায় ব্যাংকের ৫,৫৪,৭৭,৫৯৮ টাকা ক্ষতি
  হয়েছে। ২৪/৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্লেজ একাউন্টে অনাদায়ীর পরিমাণ ৫,৫৪,৭৭,৫৯৮ টাকা। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৮/২" তে দেখানো হ'ল)।
- নবায়ন মঞ্জুরী পত্রের শর্ত(ক) মোতাবেক ৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা ২৯/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ব্লক একাউন্টে ট্রান্সফারের মাধ্যমে পূর্বের ঋণ হিসাবের স্থিতি শূন্য করা হলেও ব্লক হিসাবের সম্পূর্ন টাকা আদায় করা হয়নি। মঞ্জুরী পত্রের ৩ নং ক্রমিকের নির্দেশনা/শর্ত অনুযায়ী ভোগকৃত প্লেজ ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে এলএফ-৫ ফরম পূরণসহ যথাযথভাবে দলিল সম্পাদন করা হয়নি। ঋণ গ্রহীতার রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও পুনরায় অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে এবং ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা হতে দলিলায়নের সঠিকতার প্রত্যয়ন গ্রহণ না করেই ১৪/৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে প্লেজ গোডাউনে মাছ গ্রহণ ও ১৫/৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ঋণ গ্রহীতাকে ড্রয়িং দেয়া শুরু করা হয়। ১৪/৯/২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১/৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৩৬ টি প্লেজ লেটারের বিপরীতে ৫.০০ কোটি টাকা ঋণ সীমার আওতায় ৩১ দফায় মোট ৮,০০,৯৩,৬৯৮ টাকা ড্রয়িং দেয়া হয়।(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৮/২" তে দেখানো হ'ল)।
- আলোচ্য ঋণের ক্ষেত্রে ভূয়া প্লেজমেন্টসহ গুরুতর অনিয়ম সংঘটিত হওয়ায় বিকেবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২৯/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে খুলনা কর্পোরেট শাখার এ.জি.এম জনাব অশোক কুমার পোদ্দার এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ নামা হতে দেখা যায়, প্লেজ গোডাউনে রিসিভ চালানের মাধ্যমে সংগৃহীত মাছ থেকে (প্রক্রিয়া জনিত ঘাটতি বাদ দিয়ে) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ছিল ১২৮৫৪১ কেজি। কিন্তু প্লেজ প্রদান করা হয়েছে ১৬১১২৮ কেজি।অর্থাৎ ভূয়া প্লেজ দেয়া হয়েছে ৩২৫৮৭ কেজি এবং উক্ত প্লেজমেন্ট দেখিয়ে ঋণ গ্রহীতাকে ১,৬৯,২৩,৩০০ টাকা ড্রয়িং দেয়া হয়েছে।
- অপরদিকে, ৫/১০/২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১/৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১১ বারে মোট ১৩৬২৭৪.১৯ কেজি মাছ রপ্তানী করা হয়েছে-যার ডিও মূল্য ৪,০০,০৩,৭০৫ টাকা। উক্ত রপ্তানীর বিপরীতে প্লেজ একাউন্টে ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫/৫/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৮ দফায় সর্বমোট ৩,৫৫,৯২,০০০ টাকা জমা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন টাকা প্লেজ একাউন্টে জমা হয়নি। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৮/৩" তে দেখানো হ'ল)।
- উল্লেখ্য,মেসার্স এ্যাকুয়া রিসোর্সেস লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের ৫ জন পরিচালকের মধ্যে মেজর(অব:) মঞ্জুর আহমেদ বিপি বাদে অন্য ৪ জন পরিচালক ২০/৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে পদত্যাগ করেন এবং জনাব কাজী খায়রুজ্জামান শিপন কে কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসাবে অন্তর্ভূক্তি দেয়া হয়েছে মর্মে ১৯/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানী কর্তৃক বিকেবি কর্পোরেট শাখা খুলনাকে অবহিত করা হয়। অত:পর শাখার ২৪/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং এলসি-০৪ (চ:মূ)/২০১১-১২/৪৬৭৬ এর মাধ্যমে বিকেবি বিভাগীয় কার্যালয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত চেয়ারম্যান অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভ না করা সত্ত্বেও তাঁর সাথে ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে ড্রয়িং প্রদান করা হয়েছে। মেসার্স এ্যাকুয়া রিসোর্সেস লিঃ এর ২৮/২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় জুলাই/২০১২ খ্রিঃ হতে প্রকল্পের সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত(ক)(২) এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্লক একাউন্টে রক্ষিত ৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রতিটি রপ্তানী বিল হতে ৫% হারে টাকা আদায় করে ব্লক একাউন্টে জমা করা হয়নি। শর্ত(ক)(৩) অনুযায়ী রপ্তানীর বিপরীতে প্রাপ্ত ইনসেনটিভ এর টাকা কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে নগদে প্রদান যোগ্য নয়।তথাপি প্রাপ্ত ইনসেনটিভ এর ৫১.৫৩ লক্ষ টাকা ব্লক একাউন্টে

৫—

জমা না করে শাখার এজিএম এর সুপারিশে ঋণ গ্রহীতার চলতি হিসাব নং ১৩০১-০২-০০৮০৭৪ এর মাধ্যমে নগদে পরিশোধ করা হয়েছে।

- বিকেবি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক ১/৭/২০১০ খ্রিঃ হতে ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলোচ্য ঋণ কার্যক্রমের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংঘটনের বিষয়ে ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে দায়ী করা হয়। বিকেবি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অভিযুক্ত করে তাদের নামে অভিযোগ নামা ইস্যু করা হয়। যার ১৪ জনের অভিযোগ নামা বিকেবি খুলনা কর্পোরেট শাখার নথিতে পরিলক্ষিত হয়েছে ।
- ব্যাংকের তদারকির অভাবে জনাব কাজী খায়রুজ্জামান শিপন এ্যাকুয়া প্রকল্পে সম্পৃক্ত হওয়ার পর উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় অতিরিক্ত প্লেজ দেখিয়ে, রপ্তানী মূল্য হতে প্লেজ পণ্যের অগ্রিম মূল্য(ব্যাংক ঋণ) প্লেজে সমন্বয় না করে প্লেজের গড় মূল্য অপেক্ষা ডিও এর গড় মূল্য কম দেখিয়ে ও প্লেজের পণ্য নিজস্ব উৎস হতে রপ্তানী দেখানো সহ অনিয়মিত ভাবে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। শাখা,আঞ্চলিক অফিস ও মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত তদারকি না করা,সঠিক গ্রাহক নির্বাচন না করে একই পার্টিকে ৬টি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করায় আলোচ্য ১৭,৪১,১৮,০০০ (সতের কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটার হাজার) টাকার দায় সৃষ্টি হয়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৮/১" এ দেখানো হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ব্যাংকের যোগসাজসে ভুয়া প্লেজমেন্টের মাধ্যমে মেসার্স এ্যাকুয়া রিসোর্সেস লিঃ কর্তৃক ৫.০০ কোটি টাকা আত্মসাৎসহ ব্যাংকের পাওনা ১৭.৪১,১৮,০০০ (সতের কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটার হাজার) টাকা আদায়-অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৮(১-৩)" তে দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জবাবে জানানো হয়-

- উল্লেখিত অনিয়ম সমূহ সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনা শেষে পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ,ব্যাংকের শাখা,আঞ্চলিক কার্যালয় ও মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত তদারকি না করা, সঠিক দলিলায়ন না করা এবং প্লেজলেটার সঠিকভাবে পরিপালন না করে কেবলমাত্র প্রত্যায়নের ভিত্তিতে ভুয়া প্লেজমেন্টসহ ড্রয়িং দেয়া হয়েছে। রপ্তানী বিলের ৫% হারে টাকা ব্লকড একাউন্টে জমা করা হয়নি । এতদ্ সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় বিপুল পরিমান টাকা তছরুপ হওয়া সহ পার্টির নিকট হতে ৬টি ক্ষেত্রে ১৭,৪১,১৮,০০০ টাকা আদায়-অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত টিমের মাধ্যমে তদন্ত করতঃদায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ অতিরিক্ত ড্রয়িং সুবিধা দেয়ায় প্লেজ ঘাটতিজনিত অর্থ অপরিশোধিত থাকায় এবং রপ্তানীকৃত হিমায়িত চিংড়ি গুনগত মানসম্মত না হওয়ার প্রেক্ষিতে বিদেশ হতে ফেরত আসায় বিলমূল্যের অর্থসহ সর্বমোট ১৪৬৩.৬১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,খুলনা কর্পোরেট শাখা,খুলনা এর ২০১১-২০১৩ খ্রিঃ সালের হিসাব ১২/৯/১৩খ্রিঃ হতে ২৪/৯/১৩ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণের মঞ্জুরী নথি,ডকুমেন্টস নথি, ট্রানজেকশন শীট, প্লেজমেন্ট ও রপ্তানী সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যে,

(১) মেসার্স জেমিনী সী ফুড লিঃ প্লেজ ঘাটতি সংক্রান্তঃ

- বিকেবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর পত্র নং প্রকা/ঋণ:অ-১/৮(১)/২০১২-১৩/১১৩,তারিখঃ ৩০/৪/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স জেমিনী সী ফুড লিঃকে ১৫% মার্জিনে ১৫.৫% সুদে ২৭০ দিনের সমন্বয় চক্রে ৩০/১২/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে সিসি প্লেজ বাবদ ২০.০০ কোটি টাকা নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়।পূর্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণের মেয়াদ ছিল ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ।মেয়াদ শেষে এবং বর্তমান নবায়ন মঞ্জুরীর পূর্ব দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১/১/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৯/৪/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে পূর্ব অনুমোদন কিংবা পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন ছাড়াই ২৮ দফায় মোট ৯,২৬,৩৬,৮৬২ টাকা ড্রয়িং দেয়া হয় ।
- প্লেজ রেজিষ্টার, প্লেজ পজিশন রেজিস্টার ও প্লেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায়, ১৬/৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২টি গ্রেডের/প্রজাতির বিভিন্ন কাউন্টের মোট ১৩১৮৮ মাস্টার কার্টুন মাছ প্লেজ গোডাউনে মজুদ ছিল। যার মোট মূল্য ৬,৪০,৯৯,৩৯৫ টাকা এবং ব্যাংকের অর্থায়নে অর্থাৎ ৮৫% মার্জিনে মূল্য ৫,৪৪,৮৪,৪৮৫ টাকা।ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সিসি প্লেজ একাউন্ট নং ১৩০৪-১৩৪পি০০০০১২ এর ট্রানজেকশন শীট হতে দেখা যায় ১৬/৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতার নিকট সর্বমোট অনাদায়ী ছিল ১৮,৯৮,৮৩,২৪১ টাকা । এ ক্ষেত্রে প্লেজ ঘাটতির পরিমাণ (১৮,৯৮,৮৩,২৪১-৫,৪৪,৮৪,৪৮৫)=১৩,৫৩,৯৮,৭৫৬ টাকা।অনিয়মিতভাবে ডি পি অতিরিক্ত ড্রয়িং দেয়ায় ব্যাংকের উক্ত টাকা আটক হয়ে পড়েছে । (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯/১" তে দেখানো হ'ল)।

(২) মেসার্স জেমিনী সী ফুড লিঃ রপ্তানীকৃত মাছ বিদেশ হতে ফেরতের কারণে বিল মূল্য সংক্রান্তঃ

- মেসার্স জেমিনী সী ফুড লিঃ বিকেবি খুলনা কর্পোরেট শাখার ইএক্সপি নং ০৫০২০০০২০১৩ তাং ৬/৩/২০১৩ খ্রিঃ এর বিপরীতে বিদেশী ক্রেতা পোর্ট প্রোডাক্টস কর্পোরেশন ইউএসএ বরাবর ১১/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৭০০ মাস্টার কার্টুন হিমায়িত গলদা চিংড়ি রপ্তানী করে। উহার বিল মূল্য বাংলাদেশী টাকায় ১,০৯,৬২,২৪১ টাকা। বিকেবি খুলনা কর্পোরেট শাখা কর্তৃক ১৮/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বিল ক্রয়ের মাধ্যমে আমদানীকারকের ব্যাংক ওয়েলস ফার্গো ব্যাংক এনএইউএসএ বরাবর ঐ তারিখেই মূল ডকুমেন্টস প্রেরিত হয়। একই তারিখে বিকেবি প্রধান কার্যালয় বরাবরে বিল নং ০৫০২ এফবি পিইউ ০০৭/২০১৩ প্রেরণ করা হয়।ওয়েলস ফার্গো ব্যাংক এনএইউএসএ কর্তৃক ইস্যুকৃত এলসি নং আইসি ৫০০০৩১৪ ইউএস, তারিখ ১২/৩/২০১৩ খ্রিঃ এর বিপরীতে রপ্তানী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল। বিকেবি খুলনা কর্পোরেট শাখার বিল নং ০৫০২ এফবিপিইউ ১৩০০৭ ইনভয়েস নং জিএসএফএল/০৩/২০১৩ তাং২৭/১/২০১৩ খ্রিঃ এর মেয়াদ ছিল ১০/৫/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। ২০/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বিদেশী ক্রেতার উক্ত ব্যাংক কর্তৃক সুইফটস মেসেজ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে,ল্যাব টেস্টে গুণগত মান সম্পন্ন না হওয়ায় তারা উক্ত পণ্য ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ফলে সুদসহ মেসার্স জেমিনী সী ফুডস লিঃ এর নিকট ১,০৯,৬২,২৪১ টাকা অনাদায়ী হয়ে পড়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯/২" তে দেখানো হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- মেসার্স জেমিনি সী ফুড লিঃ কে অতিরিক্ত ড্রয়িং দেয়ায় প্লেজ ঘাটতিজনিত ১৩,৫৩,৯৮,৭৫৬ টাকা আটক ও রপ্তানীকৃত হিমায়িত চিংড়ি গুণগত মানসম্মত না হওয়ায় বিদেশ হতে ফেরত আসায় বিলমূল্য ১,০৯,৬২,২৪১ টাকা অনাদায়ীসহ সর্বমোট **১৪,৬৩,৬০,৯৯৭**(চৌদ্দ কোটি তেষট্টি লক্ষ ষাট হাজার নয় শত সাতান্নব্বই) টাকা আদায়-অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯/১-২" তে দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জবাবে জানানো হয়-

- বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্রতিষ্ঠানের প্লেজ গুদামের দায়িত্বে নিয়োজিত গুদাম রক্ষক ও প্রকল্প কর্মকর্তা সঠিকভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করায় এবং ব্যাংক শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবীড় তদারকি না করায় ও গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানী না করার কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়ে ব্যাংকের উক্ত বিপুল অংকের অর্থ অপরিশোধিত রয়েছে।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত টিমের মাধ্যমে তদন্ত করতঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম : এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী আমদানীর লক্ষ্যে সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রদত্ত ডিমান্ড লোন শর্ত মোতাবেক আদায় না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ১২৪৮.৫৬ লক্ষ টাকা শ্রেণীবিন্যাসিত 'ব্যাড এন্ড লস' এ পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১১-২০১৩খ্রিঃ সালের হিসাব ১২-০৯-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৪-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এলসি ওপেন রেজিস্টার, এলসি সমূহ ও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের নথি ও টাকা আদায় রেজিস্টার যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শ্রীলংকা থেকে শংখ সামগ্রী, ভারত থেকে পিয়াজ, শুকনা মরিচ, লবণ এবং চায়না থেকে রসুন আমদানীর লক্ষ্যে ১২ জন গ্রাহক কে ৩০ দিন মেয়াদে ১০% এলসি মার্জিনে ১৯টি এলসি এর বিপরীতে ২০১১খ্রিঃ এবং ২০১২খ্রিঃ সালে ডিমান্ড লোন বাবদ ১৮,৫০,৩৫,৫১৭ টাকা প্রদান করা হয়। ৩০/০৬/২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত ৬,০২,৩৮,০৪৬ টাকা আদায় হয়। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণের পর দীর্ঘ এক/দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতাগণের নিকট থেকে উক্ত শর্ত মোতাবেক ঋণের ১২,৪৭,৯৭,৪৭১ টাকা আদায় করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ঋণ শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৪ তারিখ ২৩-০৯-১২খ্রিঃ এর ক্রমিক ১(বি) এবং ২(এ)(i) অনুযায়ী ডিমান্ড লোন পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে তা পরিশোধ না হলে মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখের পর দিন থেকে পাষ্ট ডিউ/ওভারডিউ হিসাবে গণ্য। ২এ(৬)(ii)অনুযায়ী পাষ্ট ডিউ/ওভারডিউ
  ৯ মাস বা তার বেশি হওয়ায় আলোচ্য ঋণগুলো শ্রেণীবিন্যাসিত 'ব্যাড এন্ড লস, এ পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী আমদানীর লক্ষ্যে সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রদত্ত ডিমান্ড লোন শর্ত মোতাবেক আদায় না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ১২,৪৮,৫৫,৬৬০(বার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয় শত ষাট) টাকা শ্রেণীবিন্যাসিত "ব্যাড এন্ড লস" এ পরিণত হয়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনাদায়ী ডিমান্ড লোনের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে ঋণ আদায় করা হয়নি। ফলে বিপুল অংকের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ গুলো "ব্যাড এন্ড লস" এ পরিণত হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনামঃ ব্যাক টু ব্যাক রপ্তানী কার্যক্রম না হওয়া সত্ত্বেও আই বি পি খাতে বেনিফিসিয়ারী হতে ক্রয়কৃত বিলের পরিশোধিত অর্থ গ্রাহক হতে আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬১৯.৭৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, চট্টগ্রাম কর্পোরেট শাখা, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম এর ১৯৯৯-২০১৩ খ্রিঃ সালের হিসাব নিরীক্ষা ২২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে বিল অব এক্সচেঞ্জ ইনভয়েস ইরিভোকেবল ডকুমেন্টারী ক্রেডিট নোট এলসি নথি, সার্টিফিকেট অব অরজিন সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে বেনিফিসিয়ারীগণ কর্তৃক বিল অব এক্সচেঞ্জ, ডেলিভারি চালান এবং দাখিলকৃত ডকুমেন্ট শাখায় দাখিল এর ভিত্তিতে বিলগুলি ক্রয় করা হয়।
- বিকেবি, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা ও চট্টগ্রাম কর্পোরেট শাখার একসেপ্টেন্স/নিশ্চয়তার বিনিময়ে আইবিপি বিলগুলি ক্রয় করা হয়।
- আইডিসি (ইরিভোকেবল ডকুমেন্টারী ক্রেডিট) এর শর্ত মোতাবেক শিপ্টমেন্ট হওয়ার পর মেয়াদের তারিখের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত টাকা সুদসহ পরিশোধ করিবে।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত ১ নং ক্রমিক অনুয়ায়ী ট্রেডিং হতে ক্রয়কৃত বিল ০৬-০৯-২০১০খ্রিঃ ও ০২-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ২৫,৮৪,৩৫২ টাকা কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।
- অপরদিকে ২নং ক্রমিক হতে ৫ পর্যন্ত বিভিন্ন এলসির বিপরীতে ক্রয়কৃত বিলের টাকা গ্রাহক হতে আদায় করতে না পারায় কু-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৫,৯৩,৮৮,১৯২ টাকা।
- রপ্তানী কার্যক্রম না হওয়ার পরও বিল পারচেজ করায় (২৫,৮৪,৩৫২ + ৫,৯৩,৮৮,১৯২) টাকা=৬,১৯,৭২,৫৪৪ (ছয় কোটি উনিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচ শত চুয়াল্লিশ) টাকা কু-ঋণে পরিণত হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- ব্যাক টু ব্যাক খাতে রপ্তানী কার্যক্রম না হওয়া সত্ত্বেও আই বি পি (ইনল্যান্ড বিল পার্সেজ) খাতে বেনিফিসিয়ারি হতে ক্রয়কৃত বিলের পরিশোধিত টাকা গ্রাহক হতে আদায় করতে না পারায় মেয়াদ উত্তীর্ণ কু ও সন্দেহজনক হিসাবে পড়ে রয়েছে বিধায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,১৯,৭২,৫৪৪ (ছয় কোটি উনিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচ শত চুয়াল্লিশ) টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- রপ্তানী কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় সৃষ্ট দায় সমন্বয় করতে পারে নাই। বিল মূল্য আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। রপ্তানী কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় বিষয়টি যাচাই না করে আই বি পি খাতে বিল ক্রয়ের কারণ তদন্ত পূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৭-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ ১৩।

শিরোনাম ঃ যথাযথ যাচাই বাছাই না করে এলটিআর সুবিধা প্রদান করায় মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনাদায়ী ৭৫৭৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-২০১৩ খ্রিঃ সালের হিসাব ৩০-০৪ -২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৯-০৬- ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ব্যাংকের প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চের গ্রাহক এম এম ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্টস লিঃ এর অনুকূলে এলটিআর নথি ,ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ০৮-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৬৬ তম সভায় ঋণ গ্রহিতা এম এম ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্ট লিঃ কে ১২ কোটি টাকার এফডিআর লিয়েন রাখার শর্তে ১০ কোটি টাকার সিসি(হাইপো) এবং এলসি লিমিট ৮০ কোটি ও এলটিআর ঋণ সুবিধা বাবদ ৬৮ কোটি টাকার লিমিট অনুমোদন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় সিসি(হাইপো) ঋণের সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থেকে কেবলমাত্র এলটিআর ঋণ সুবিধা ভোগ করেছে।
- এলটিআর মঞ্জুরী পত্রের শর্ত-৯ এর (ক) অনুযায়ী সহ জামানতের বন্ধকীকৃত সম্পত্তির কুমিল্লা জিলার চৌদ্দগ্রাম থানার উজিরপুর গ্রামের শীতলীয়া মৌজায় কোম্পানীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কান্ট্রি রিসোর্টস এন্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ এর নামে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৪৫ শতাংশ জমির সাথে সংলগ্ন অতিরিক্ত ৯৯.৩৩ শতাংশ জমি প্রথম এলটিআর ঋণের অর্থ সমন্বয় সীমার মধ্যে ব্যাংকের নিকট রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ প্রদান করার কথা কিন্তু অতিরিক্ত ৯৯.৩৩ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি মর্টগেজ প্রদান না করা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহিতাকে দ্বিতীয় এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান ৭৫ ,৭৪ ,৫৯ ,৬৬৮ (পঁচাত্তর কোটি চুয়াত্তর লক্ষ যাট হাজার ছয় শত আটষট্টি) টাকার এলটিআর ঋণের দায় প্রতিষ্ঠানের উপর চাপানো হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের ৯ নং শর্তের (ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১২ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত হিসাব খোলে তাহা এলটিআর এর বিপরীতে লিয়েন রাখার বাধ্যকতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহিতাকে ১২ কোটি টাকার এফডিআর লিয়েন রাখার শর্তটি সাময়িকভাবে শিথিল করার মাধ্যমে ২য় এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে উক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ ঝুঁকির সম্মূখীন হয়েছে।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত-৮ অনুযায়ী আমদানী বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মালামাল প্রাথমিক জামানত হিসাবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকা সত্বেও ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক বন্ধকীকৃত মালামাল গুলি বিক্রয় করে অর্থ ঋণ হিসাবে জমা প্রদান না করার কারণ নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে,সংগৃহীত/আমদানীকৃত মালামালের বিক্রয়লব্দ অর্থ ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক ঋণের অর্থ সমন্বয় না করে তাহা নিজে ভোগ করেছেন।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত-৯(গ) অনুযায়ী কোম্পানী কর্তৃক অন্য ব্যাংক হতে এলটিআর এর সমপরিমাণ অর্থের Post dated অগ্রিম MICR চেক জমা প্রদান করলেও উক্ত চেকগুলি ব্যাংক হতে ডিজঅনার হয়।
- ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক আমদানী বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পণ্য সরবরাহকারী গুদাম হতে আমদানীকারকের গুদামে ট্রাক এর মাধ্যমে পরিবহন করার স্বপক্ষে প্রদর্শিত ট্রাক রিসিটে পণ্য গ্রহণকারী এমনকি গুদামে সংরক্ষনের কোন স্বাক্ষর নাই। ফলে ট্রাক রিসিটে প্রদর্শিত পরিমাণ পণ্য আদৌ উক্ত গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষার নিকট সন্দেহজনক। তা ছাড়া প্রতিটি ট্রাকে ২০ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহণ দেখানো হয়েছে তাহাও সন্দেহজনক।
- পর্যালোচনাকালে আরও দেখা যায় যে এলটিআর প্রদানের পর হতে নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত গ্রাহক কোন টাকা জমা প্রদান না করা সত্বেও ব্যাংক কর্তৃক প্রকৃত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দাখিলকৃত রেকর্ডপত্র মোতাবেক অনেক অনিয়ম থাকা সত্বেও তাহা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয় নাই। যেমন আমদানী পণ্যের (পাম অয়েল) গুনগতমানের ব্যাপারে বিএসটিআই কর্তৃক কোন সনদ গ্রহণ করা হয় নাই এবং প্রকৃত পরিমাণ পণ্য গুদামে পৌছানো এবং তাহা সংরক্ষণের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায় নাই।
- উপরোক্ত বর্ণনা এবং তথ্যের আলোকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ,এলটিআর ঋণের বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের শাখাটি বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে।

৬—

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী এম এম ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্টস লিঃ কর্তৃক শর্ত পরিপালন না করে এবং যথাযথ ভাবেযাচাই বাছাই না করে এলটিআর সুবিধা প্রদান করায় মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেনীবিন্যাসিত ঋণের অনাদায়ী ৭৫,৭৪,৫৯,৬৬৮ (পঁচাত্তর কোটি চুয়াত্তর লক্ষ ষাট হাজার ছয় শত আটষট্টি) টাকা ব্যাংকের ক্ষতি (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ দেখানো হ'ল) ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান একটি ভোজ্য তেল রিফাইনারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য সিসি (হাইপো) ঋণ সীমা গ্রহণের পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এলসি স্থাপনের জন্য গ্রাহকের আবেদন ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি অগ্রাহ্য করা ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের পরিপন্থী বিধায় গ্রাহকের অনুরোধক্রমে এলসি স্থাপন এবং এলটিআর এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ব্যাংক কর্তৃক এলটিআর ঋণ পরিশোধের সময়সীমার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের দায় পরিশোধ না করায় এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক পর্যাপ্ত সহজামানত ব্যাংকের নিকট রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ না করার কারণে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চয়তার সম্মূখীন।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-০৮-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-১২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২১-০১-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ০২-১২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে,ব্যাংক তার পাওনা আদায়ের জন্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০৩-০১-২০১৫খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- গ্রাহকের নিকট হতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং শ্রেণীকৃত ঋণের সমুদয় টাকা সত্বর আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

(ক) জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)কে ২০/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব জনতা ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পর্ষদ সভায় খ্রিঃ ১৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো:

১। ৩১/১২/২০১৩ তারিখের স্থিতিপত্রে ঋণ ও অগ্রিম খাতে ২৮৫৭৪.৭৬ কোটি টাকা অনাদায়ী দেখানো হয় (নোট-৭) ; যা ২০১২ সাল হতে ৬.৪২% কম। ২০১২ সালের ঋণের তুলনায় ২০১৩ সালে ঋণ কমের মূল কারন ২০১৩ সালে ব্যাপকভাবে ঋন অবলোপন; বাস্তবে আদায় ব্যাপক নয়। পর্যাপ্ত Collateral Security ব্যতীত ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বছর ভিত্তিক বিশ্লেষন সহ আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা দপ্তরে জানানো আবশ্যক।

২। সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৩ খ্রি: তারিখের নিরীক্ষিত হিসাবের স্থিতিপত্রে (নোট ৯.৪ ও ৯.৩) এর Suspense Account খাতে ৫৮০.৪৫ কোটি টাকার মধ্যে Sundry Debtors উপ খাতে ৪৪৭.০৮ কোটি টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৯.৮০% বেশী। উক্ত Sundry Debtors উপ খাতের বিষয়ে ব্যবস্থাপনার অবহেলা / রিপোস্টিং ফ্রড বিদ্যমান। ফলে সুনির্দিষ্ট দায় দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক বছর ভিত্তিক বিশ্লেষন সহ আদায় /সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে নিরীক্ষা দপ্তরে জানানো আবশ্যক।

৩। সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৩ খিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-৯.৩ ও ৯.৪) এ Sundry Asset খাতে ৭৩৬.০১ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

৪। সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট ১২.৫ ও ১৩.১) Interest Suspense Account খাতে ৪৫৪.৯২ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। তম্মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৪৪৬.০৭ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশের বাইরে ৮.৮৫ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে যা ব্যাংকের শৃংখলার পরিপন্থী। উক্ত টাকা দ্রুত আদায়/সমন্বয় আবশ্যক।

৫। সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৩ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-৪.০১.০৩) এ Fixed Deposit Accounts খাতে ICB Islami Bank Limited এর নিকট ১৪.৬৯ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা শীঘ্রই আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক। তাছাড়া Balance Outside Bangladesh এর Nostra A/C এর স্থিতি ২০১৩ সালে হয়েছে ১২২২.৪১ কোটি টাকা। বিশেষতঃ CITY BANK NA;AB BANK, Mumbai; Standard Charted Bank ক্যালকাটার অনিষ্পন্ন স্থিতি ব্যাপক হারে বেড়েছে যা জরুরী ভিত্তিতে সমন্বয় করা প্রয়োজন (নোট-৪.১.৩ ও ৪.০২)।

৬। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আমানত ও বিনিয়োগ বিষয়ক ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনা মূলক বিবরনী পরিশিষ্ট-১ (ক) তে প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত বিবরনী যাচাইকালে দেখা যায় যে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোট আমানত ১৬.৭৮% বৃদ্ধি ও ঋণ ৬.৪২% হ্রাস পেয়েছে। লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি ও অলাভজনক শাখার সংখ্যা হ্রাস করে সুচিন্তিত নীতি নির্ধারন পূর্বক মোট আমানতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭। সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রনীত Profit & Loss Accounts পর্যালোচনা করে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট ২(ক) তে দেখানো হয়েছে। উক্ত বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালে ২০১২ সালের তুলনায় মোট আয় ও মোট ব্যয় বৃদ্ধি যথাক্রমে ১১.২২% ও ২২.৭৬%। ২০১২ সালে ক্ষতি ছিল ১৫২৮.০৩ কোটি টাকা যা ২০১৩ সালে ক্ষতি আবৃত করে লাভ হয় ৯৫৫.১৪ কোটি টাকা। সর্বক্ষেত্রে নীট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৮। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও অগ্রিম এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান ৩(ক) তে দেখানো হয়েছে। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোট অগ্রিম ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৬.৪২% ও ৪০.২৯%। মন্দ কু-ঋণের পরিমান হ্রাস পেয়েছে ৩৬.৫৯% ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায় বেড়েছে ৫৩৫.২২%। মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ তদারকির মাধ্যমে কমানোর পরিকল্পনা বিষয়ক বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সঠিক শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমান বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯। প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "৪" এ দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ১৯৭৩-২০১২ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৬০৭ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৫টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০২ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা কল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অডিটের সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা সমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা – এর ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য

বিবরনঃ- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষককে (সিএ ফার্ম) ০৯/০৬/২০১৪ খ্রিঃ ও ২৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ১৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ ও ২২/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পর্ষদ সভায় ১৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ ২২/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো ঃ

অনুঃ০১: প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক সরবরাহকৃত আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "১" এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালে মোট আমানতের পরিমাণ ১০.৯১% বৃদ্ধি পেলেও মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩.১৫% হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ বিতরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

অনু:০২: প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: সি এ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত লাভ-ক্ষতি হিসাব পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "২" এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৯৪% এবং মোট ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ১.৪৫%। অপরদিকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে ২৭৭.৯৭ কোটি টাকা বা ৫৬.৩৬%। প্রতিষ্ঠানটির আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বক প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা আবশ্যক।

অনু:০৩: প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও অগ্রিম এবং শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও অগ্রিম এবং শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "৩" এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালে নিম্নমান ঋণ ২০.৩৯% হ্রাস পেলেও সন্দেহজনক ঋণ ৫.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। কু-ঋণ ৪.০৮% হ্রাস পেয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য আশাব্যঞ্জক। ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুসারে ঋণের টাকা আদায়/পরিশোধ না হয়ে নিম্নমানের ঋণ ও সন্দেহজনক পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রেণীকৃতঋণের হার হ্রাসপূর্বক ও বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনু:০৪: প্রতিষ্ঠানটির Balance with other Banks and Financial Institution খাত প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৪)-এ Balance with other Banks and Financial Institution খাতে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ৫৫৯.৬৯ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। সত্বর ঐ অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।

অনু:০৫: প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও অগ্রিম প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৭) এ ঋণ ও অগ্রিম খাতে ১৭,৯৯৬.০২ কোটি টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। সত্বর ঐ অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।

অনু:০৬: প্রতিষ্ঠানটির অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাত প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৯.২)-এ অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১১৪.৩১ কোটি টাকা অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত সত্বর সমুদয় অসমন্বিত টাকা সমন্বিত হওয়া আবশ্যক।

অনু:০৭: প্রতিষ্ঠানটির Accounts Receivable খাত প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৯.৩)-এ Accounts Receivable খাতে ১,০২৮.৯১ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।

অনু:০৮: প্রতিষ্ঠানটির Interest Suspense Accounts খাত প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-১৩.৩)-এ Interest Suspense Accounts খাতে ৭২২.৩৪ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।

অনু:০৯: প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরসমূহের অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ ১৯৭১-১৯৭৭ সাল থেকে ২০১২-২০১৪ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ৪৯১ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩৬৭ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১২৪ টি অনুচ্ছেদ অমীমাংসিত রয়েছে (পরিশিষ্ট "৪") । অমীমাংসিত অনুচ্ছেদগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন অবস্থাতে থাকায় সময়ের ব্যবধানে উক্ত অনিষ্পন্ন অনুচ্ছেদগুলোর গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং অনুচ্ছেদগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশঃ প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

(গ) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১১ হতে ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্য

বিবরনঃ- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১১ হতে ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ১৩/০৬/২০১১ খ্রিঃ, ০৫/০৭/২০১২ খ্রিঃ ও ০৪/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক যথাক্রমে ২১/০৫/২০১২ খ্রিঃ, ২৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ, ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১১ হতে ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর বোর্ড সভায় যথাক্রমে ২৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ, ২৭/০৬/২০১৩ খ্রিঃ ও ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্ন লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো ঃ

অনুঃ-০১

শিরোনামঃ- প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "১" এ দেয়া হলোঃ বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, নতুন ঋণ প্রস্তাবের সংখ্যা ২০১১ ও ২০১২ সালে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ও ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ ও ২০১২ সালে ব্যয়নকৃত প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়েছে। পরিশিষ্ট হতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের "বিএসআরএস" এবং "বিএসবি" একীভূত হওয়ার পর বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ গতিশীল ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি ঋণদান কার্যক্রমে যথাযথ প্রদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুঃ-০২

শিরোনামঃ- প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রম এর তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "২" এ দেয়া হলোঃ পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ঋণ মঞ্জুরী ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ ও ২০১২ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ ও ২০১৩ সালে আদায়ের হার হ্রাস পেয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্য আবশ্যক। তবে মওকুফকৃত ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। যাহা ইতিবাচক।

অনুঃ-০৩

শিরোনামঃ- প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণিকৃত ঋণ প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ আলোচ্য বছরে শ্রেণিকৃত ঋণের তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট "৩" এ দেয়া হলো। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় নিম্নমানের ঋণ ২০১০ সনের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ২০১১ সনের তুলনায় ২০১২ ও ২০১৩ সনে উহা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে সন্দেহজনক ঋণ ও মন্দ/কু-ঋণ ২০১০ সনের তুলনায় ২০১১ সনে হ্রাস, ২০১১ সনের তুলনায় ২০১২ সনে বৃদ্ধি, ২০১২ সনের তুলনায় ২০১৩ সনে সন্দেহজনক ঋণ হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১২ সনের তুলনায় ২০১৩ সনে মন্দ/কু-ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ হ্রাস বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৪

শিরোনামঃ- প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "৪" এ দেয়া হলোঃ পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটির ২০১১,২০১২ এবং ২০১৩ সালে মোট আয় করেছে যথাক্রমে ১৫৯.৯২, ১৮৯.১৭ ও ৩২৭.০৯ কোটি টাকা অপরদিকে একই সময়ে ব্যয় করেছে যথাক্রমে ৭৩.৮১, ৮৬.৩৭ ও ১০১.৫৮ কোটি টাকা। পরিসংখ্যান মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম লাভজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যথাযথ ব্যয় নিয়ন্ত্রন পূর্বক লাভের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭—

অনুঃ-০৫

শিরোনামঃ- প্রতিষ্ঠানটির মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ ১৯৭৫-৭৭ হতে ২০০৮-২০১০ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৪২১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩৭৪টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অমীমাংসিত ৪৭টি অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৫" এ দেয়া হ'ল।

অডিটের সুপারিশঃ প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখ : ১৫/০৭/১৪২৪ বঃ
৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/১৭-৭৩৯১কম/এ—৮০০বই, ২০১৭ইং।